দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 OCT 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সমস্যা জর্জরিত কয়েকটি কলেজে লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকার কয়েকটি কলেজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ায় ঐ সকল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

ভৈরবের সংবাদদাতা জানান, ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ভৈরব হাজী আসমত কলেজ সুদীর্ঘ ৪০ বৎসরেও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বর্তমানে কলেজে অধ্যয়নরত ১১ শত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশ স্থানীয় পৌর এলাকার বাসিন্দা। অন্যরা দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া ক্লাস করে। হোষ্টেলের অভাবে পেয়িংগেষ্ট হিসাবে থাকিয়া অথবা বাসা ভাড়া করিয়া অনেকে কলেজে লেখাপড়া করিয়া থাকে। কলেজের মেয়েদের হোষ্টেল না থাকায় শুধু পৌর এলাকার কিছুসংখ্যক ছাত্রী কলেজে ভর্তি হইয়া থাকে ইহাছাড়া অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্রী দূরদূরান্ত হইতে ট্রেনে, বাসে অথবা পায়ে হাঁটিয়া কলেজে আসে। বাণিজ্যিক এলাকা হইতে আবাসিক এলাকায় কলেজটি স্থানান্তর এবং হোষ্টেলের সুব্যবস্থা করা হইলে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইত বলিয়া অভিভাবকমহল মনে করেন। কলেজটি আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে।

লালমনিরহাটের সংবাদদাতা জানান, লালমনিরহাট সরকারী কলেজের শ্রেণীকক্ষের ভবন এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। দরজা-জানালাবিহীন শ্রেণীকক্ষের বেঞ্চগুলি বৃষ্টিতে ভিজিয়া নষ্ট

(১৩শ পৃঃ দ্রঃ)

সমস্যা জর্জরিত

(৩য় পৃঃ পর)

হয়। কলেজে চেয়ার-টেবিলের অভাব রহিয়াছে। কলেজের অফিস বিল্ডিং-এ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বসার রুম আজও তৈরী হয় নাই। অধ্যক্ষের বাসা, অফিস ও হোষ্টেলের কয়েকটি রুম শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কমনরুম ও লাইব্রেরী হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। ছাত্রাবাসে সিটের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেকেই ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ পায় না। কমনরুমের অভাবে ছাত্রীদের অসুবিধায় পড়িতে হয়। কলেজে আজও পাঠাগারের ব্যবস্থা হয় নাই। কলেজের ৪৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে ২৫ জন সরকারী নিয়োগ পাইয়া সরকারী বেতন পাইতেছেন। অবশিষ্ট ২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ৭ জন পরিদর্শক আজ পর্যন্ত সরকারী নিয়োগপত্র না পাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরিয়া বেতন পাইতেছেন না। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য আজও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয় নাই। কলেজের ল্যাবরেটরী রুমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই। কলেজ ক্যাম্পাসের চারিদিকে আজও কোন প্রাচীর নির্মিত হয় নাই।